CONSTITUTION

গঠনতন্ত্র

Constitution

নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতি

নারায়ণগঞ্জ

প্রস্তাবনা

নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির ইংরেজি ভাষায় লেখা গঠনতন্ত্রটি দীর্ঘদিনের হওয়ায়, বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং যুগোপযোগী কতিপয় গুরুত্বপর্ণ বিষয় অনুপস্থিত থাকায়, ইংরেজি ভাষায় লেখা গঠনতন্ত্রটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ, উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজনের চাহিদা দীর্ঘদিনের। ফলে বর্তমান কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গঠনতন্ত্র সংশোধনের একটি উপকমিটি গঠিত হইলে, সাব কমিটির সদস্যগণ কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে পূর্বের ইংরেজি ভাষায় লিখিত গঠনতন্ত্রটি বাংলা ভাষায় অনুদিত একটি খসড়া গঠনতন্ত্র রচিত করেন। ২৬/০৬/২০১২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী খসড়া গঠনতন্ত্রটি কণ্ঠ ভোটে অনুমোদন লাভ করে। ফলে নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির ইতিপূর্বেকার ইংরেজি ভাষায় লিখিত গঠনতন্ত্রটি সকল অনুচ্ছেদ, উপ-অনুচ্ছেদ, বিধি বিধান বাতিল করা এবং বাংলা ভাষায় অনুদিত গঠনতন্ত্রটি নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির গঠনতন্ত্র হিসেবে বলবৎ ও কার্যকর করা হল।

নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতি

নারায়ণগঞ্জ

"গঠনতন্ত্র"

২০১২

অনুচ্ছেদ ঃ ০১

নাম: এই সমিতির নাম "নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতি" নামে অভিহিত হইবে।

NARAYANGANJ DISTRICT BAR ASSOCIATION

অনুচ্ছেদ ঃ ০২

ক. এই সমিতির 'গঠনতন্ত্র' কেবলমাত্র 'নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতি'র সদস্যগণের ক্ষেত্রে কার্যকরী ও প্রযোজ্য হইবে।

খ. সংজ্ঞা:

সদস্য- 'সদস্য' বলিতে যিনি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সনদপ্রাপ্ত হইয়া সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সদস্যপদ লাভ করিয়া আইনপেশায় নিয়োজিত রহিয়াছেন এবং যাহার সদস্যপদ গঠনতন্ত্রের নিয়মনীতি ভঙ্গ করায় বা অনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য বারিত করা হয় নাই।

গ. কর্মরত সদস্য বা নিয়মিত সদস্য:

যিনি নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যপদ লাভ করিয়া অন্য কোন লাভজনক পেশায় নিয়োজিত না থাকিয়া নিয়মিত আইনপেশায় নিয়োজিত আছেন, শুধুমাত্র তিনিই নিয়মিত সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন।

ঘ. অন্যদিকে যিনি 'নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির' নিয়মিত সদস্য হওয়া সত্বেও কোনপ্রকার দূর্ঘটনা বা শারীরিক অক্ষমতা বা অসুস্থতার কারণে নিয়মিত আইনপেশায় দীর্ঘদিন অনুপস্থিত আছেন তাহাকেও নিয়মিত সদস্য হিসেবে গণ্য করা হইবে।

৬. অনিয়মিত সদস্য:

১. যিনি নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য কিন্তু নিয়মিতভাবে আইনপেশায় নিয়োজিত নহেন।

২. অনিয়মিত সদস্যগণ নিয়মিত সদস্যগণের মত 'নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির' নির্বাচনে একজন ভোটার হইতে বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না অথবা আইনজীবী সমিতি হইতে নিয়মিত সদস্যগণের মত নানা প্রকার আর্থিক সুবিধা যেমন বেনাভোলেন্ট ফান্ডের টাকা মৃত্যুকালীন আর্থিক সাহায্য বা অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধা লাভ করিবেন না।

৩. নিয়মিত সদস্যগণের মৃত্যুকালীন আর্থিক সাহায্যকে ১০ (দশ) ও ২০ (বিশ) বৎসর এবং ২০ (বিশ) থেকে তদুর্ধ্ব সময়ের বিভাজনের ভিত্তিতে বন্টন করা হইবে। যথা ১০ (দশ) বৎসর বা এর মধ্যবর্তী যেকোন সময়সীমার মধ্যে আইনপেশায় নিয়োজিত নিয়মিত সদস্যগণের মধ্যে কোন সদস্য মৃত্যুবরণ অথবা স্বেচ্ছায় আইনপেশার সনদ সারেন্ডার করিবেন উক্ত সদস্য সমিতির নিকট হইতে এককালীন ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা, ১১ (এগার) বৎসর হইতে ২০ (বিশ) বৎসর পর্যন্ত বা এর মধ্যবর্তী যেকোন সময়ের মধ্যে নিয়মিত সদস্যগণের মধ্যে কোন সদস্য মৃত্যুবরণ অথবা স্বেচ্ছায় আইনপেশার সনদ সারেন্ডার করিবেন উক্ত সদস্য সমিতির নিকট হইতে এককালীন ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং ২১ (একুশ) বৎসর বা তদুর্ধ্ব পর্যন্ত নিয়মিত সদস্যগণের মধ্যে কোন সদস্য মৃত্যুবরণ অথবা স্বেচ্ছায় আইনপেশার সনদ সারেন্ডার করিবেন উক্ত সদস্য সমিতির নিকট হইতে এককালীন ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা আর্থিক সাহায্য লাভ করিবে।

৪. যে সকল বিজ্ঞ আইনজীবীগণ বাংলাদেশ বার কাউন্সিল হইতে ৪০ (চল্লিশ) বৎসর বয়স্ক বা তদুর্ধ্ব বয়সে আইনপেশার সনদ প্রাপ্ত হয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করিবেন

তিনি সমিতির কোন আর্থিক সুবিধা লাভ করিবেন না।

চ. **অর্থখাত:** নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির বিভিন্ন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ, সাহায্য, অনুদান যাহা আইনজীবী সমিতির বিল্ডিং নির্মাণ, সংস্কার ও আইনজীবী সমিতির নিয়মিত সদস্যদের কল্যাণে ব্যবহার করা হইবে।

ছ. **সাধারণ সভা:**

সাধারণ সভা বলিতে নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যগণের উপস্থিতিতে যে সভা অনুষ্ঠিত হইবে তাহা সাধারণ সভা বলিয়া অভিহিত হইবে।

জ. **নিয়মকানুন:**

- নিয়মকানুন বলিতে গঠনতন্ত্রে সংরক্ষিত অনুচ্ছেদ উপ-অনুচ্ছেদ ও বিধানাবলীকে বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৩

কার্যকরী পরিষদের কার্যালয়:

কার্যকরী পরিষদের কার্যালয় নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির প্রধান ভবনে থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৪

কার্যকরী পরিষদের মেয়াদকাল:

কার্যকরী পরিষদের মেয়াদকাল প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১লা তারিখ হইতে পরবর্তী বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৫

সমিতির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য:

সমিতির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

ক. সমিতির সদস্যগণের স্বার্থ রক্ষা করা।

খ. সমিতির সদস্যগণের আইনগত ও পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি, আইনপেশার মর্যাদা রক্ষা করা, পেশাগত দায়িত্ব পালনে সদস্যগণের দায়িত্বশীলতার সহায়তা প্রদান করা ইত্যাদি।

গ. আইনের শাসন কায়েমে সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান ও মর্যাদা রক্ষা করা।

ঘ. দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বা অন্য কোন ভাল কার্যসম্পাদন দ্বারা দেশের অবদানে সহায়ক ভূমিকা রাখা।

ঙ. উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনে সকলপ্রকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৬

সমিতির সদস্যপদের যোগ্যতা:

ক. যে কোন ব্যক্তি নারী বা পুরুষ যিনি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের লিগ্যাল প্রাকটিশনার রুলস্ ১৯৭২ইং অনুযায়ী সনদপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি অত্র বারে সদস্যপদের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

খ. এনরোলমেন্ট কমিটি:

যিনি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করে অত্র বারের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করিবেন তাহার সদস্যপদ প্রদানের জন্য নির্বাচিত কমিটির কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি 'এনরোলমেন্ট কমিটি' থাকিবে যাহাতে কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই)জন সিনিয়র আইনজীবী সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত থাকিবেন। উক্ত কমিটি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের 'প্রাকটিশনার রুলস্' ও নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির গঠনতন্ত্রের বিধি ও নিয়ম অনুযায়ী যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রার্থীত ব্যক্তিকে সদস্যপদ প্রদানের জন্য নির্বাহী কমিটির বরাবর সুপারিশ প্রদান করিবেন। সদস্যপদ প্রদানের ক্ষেত্রে সমিতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৭

যে সমস্ত কারণে একজন সদস্যের সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে:

ক. কোন সদস্যের পদত্যাগপত্র কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গৃহিত হইলে।

খ. কোন সদস্যের মৃত্যুজনিত কারণে।

গ. কোন সদস্য উন্মাদ ও পাগল হইলে।

ঘ. কোন আচরণবিধি লংঘন ও গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্য করিলে।

ঙ. কোন আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হইলে বা নৈতিক স্খলনজনিত কারণে।

চ. সমিতির চাঁদা নিয়মিত পরিশোধ করা না হইলে।

ছ. কোন আইন দ্বারা লিগ্যাল প্রাকটিস বারিত করা হইলে।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৮

সমিতির সকল সদস্যদের নিয়া নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতি গঠিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৯

ক. সমিতির সকল কার্যক্রম নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা পরিচালিত হইবে।

খ. সমিতির নিম্নরূপভাবে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠিত হইবেঃ

১. সভাপতি ১ (এক) জন।

২. সিনিয়র সহ সভাপতি ১ (এক) জন।

৩. সহ সভাপতি ১ (এক) জন।

৪. সাধারণ সম্পাদক ১ (এক) জন।

৫. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ১ (এক) জন।

৬. কোষাধ্যক্ষ ১ (এক) জন।

৭. আপ্যায়ন সম্পাদক ১ (এক) জন।

৮. লাইব্রেরী সম্পাদক ১ (এক) জন।

৯. ক্রীড়া সম্পাদক ১ (এক) জন।

১০. সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ১ (এক) জন।

১১. সমাজসেবা সম্পাদক ১ (এক) জন।

১২. আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক ১ (এক) জন।

১৩. সদস্য ০৫ (পাঁচ) জন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

ক. কার্যনির্বাহী পরিষদ তাহাদের সকল কার্যক্রমের জন্য সাধারণ

পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে।

খ. কার্যনির্বাহী কমিটি সমিতির সকল স্থায়ী অস্থায়ী সম্পদ ও লাইব্রেরী সংরক্ষণ সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত করিবে।

গ. কার্যনির্বাহী কমিটি সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়মিতভাবে প্রাপ্তিরসিদ ও ভাউচারের মাধ্যমে মাসিক 'স্টেটমেন্ট' তৈয়ার করিবে এবং সমিতির কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিবে।

ঘ. কার্যনির্বাহী কমিটি ক্ষমতা গ্রহণের ১ (এক) মাসের মধ্যে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের উৎস্য নির্ধারণপূর্বক বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করিবে এবং উক্ত বাজেট সমিতির অতিরিক্ত সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদন লাভ করাইতে হইবে।

ঙ. কার্যনির্বাহী কমিটি সমিতির কর্মচারীগণের বেতনভাতা ও স্থায়ীত্বকালের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

চ. কার্যনির্বাহী কমিটি সমিতির যে কোন কর্মচারীকে যথাযথ কারণ দর্শানোপূর্বক চাকুরীচ্যুত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

ছ. কার্যনির্বাহী কমিটি সমিতির সম্পত্তিতে ভাড়া প্রদান এবং ভাড়া উত্তোলন করিবেন।

জ. কার্যনির্বাহী কমিটি নিয়মিতভাবে নির্বাহী পরিষদের সভার কার্যক্রমের সিদ্ধান্তসমূহ প্রসেডিং আকারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

ঝ. কার্যনির্বাহী কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

ঞ. কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাহী কমিটি হইতে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি 'অডিট' কমিটি গঠন করিবেন। যাহারা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত অডিটরকে যাবতীয় হিসাব নিকাশ সম্পর্কে সহযোগিতা করিবেন।

ট. আভ্যন্তরীন অডিট কমিটি:

কার্যকরী কমিটি কর্তৃক ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি আভ্যন্তরীণ কমিটি গঠন করিবেন। যাহাতে কার্যকরী কমিটি হইতে ১ (এক) জন এবং সিনিয়র সদস্যগণ হইতে ২ (দুই) জন সদস্য থাকিবে।

ঠ. আর্বিট্রেশন কমিটিঃ

কার্যনির্বাহী কমিটি ৫ (পাঁচ) জন সদস্য বিশিষ্ট একটি আর্বিট্রেশন কমিটি গঠন করিবেন। যাহাতে কার্যনির্বাহী কমিটির ৩ (তিন) জন এবং ২ (দুই) জন ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের উর্ধ্বে আইন পেশায় নিয়োজিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবীদের মধ্য হইতে থাকিবে। উক্ত কমিটি নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বা বিচারপ্রার্থী জনগণের কোন অভিযোগ অথবা নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির স্বার্থবিরোধী কোন কাজ ও সুনাম ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন কাজ উক্ত কমিটি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে বা কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোঁগ আনিতে এবং কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করে যে কোনপ্রকার অভিযোগের নিষ্পত্তি করিবেন। সাক্ষ্য প্রমাণে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান বা অব্যহতি প্রদানের সুপারিশ করিবেন। তবে নির্বাহী কমিটি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এমন কোনপ্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে না যাহা দেশের প্রচলিত আইন বিরোধী ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এর রুলস্ ও বিধি-বিধান এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির গঠনতন্ত্র বিরোধী। অন্যদিকে যে কোন অভিযুক্ত সদস্য হার আত্মপক্ষ সমর্থনে অত্র বারের যে কোন ২ (দুই) জন আইনজীবী নিয়োগ দান করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

কার্যনির্বাহী কমিটির বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের ও সদ্যগণের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

ক. সভাপতিঃ

০১. সভাপতি সমিতির সাংবিধানিক প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং সকল সভা তাহার সভাপতিত্বেই পরিচালিত হইবে।

০২. সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের কার্যাবলী দেখাশুনা তত্ত্বাবধান করিবেন।

০৩. সভাপতি সমিতির বাইরে যে কোন ক্ষেত্রে সমিতির প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

০৪. সভাপতি ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে সমিতির সকল জরুরী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

খ. সিনিয়র সহ-সভাপতি:

সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির সমস্ত কার্যাবলী, ক্ষমতা ও দায়িত্ব সিনিয়র সহ-সভাপতি সম্পন্ন করিতে পারিবেন। অনুরূপভাবে সহ-সভাপতি ধারাবাহিকভাবে সভাপতি সিনিয়র-সহ সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির সমস্ত কার্যাবলী, ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

গ. সাধারণ সম্পাদক:

০১. সাধারণ সম্পাদক কার্যকরী পরিষদের নির্বাহী প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইবে। সাধারণ সম্পাদক সকল কার্যাবলী নিষ্ঠার সহিত দায়িত্ব পালনে দায়ী থাকিবেন। সমিতির অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দ সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করিবেন।

০২. সাধারণ সম্পাদক কোন প্রকার জরুরী সভা ব্যতীত সমিতির সকল সাধারণ সভা কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে আহ্বান করিবেন। যে কোন সভার নোটিশ সমিতির সাধারণ সদস্যদের অবহিত করার জন্য নোটিশের একটি কপি নোটিশের বোর্ডে স্থাপন করিবেন এবং পাশাপাশি নোটিশের খাতায় উক্ত নোটিশের বিষয় সমিতির সকল সদস্যগণকে অবহিত করিবেন। উক্ত নোটিশ সাধারণ সদস্যগণের অবহিত হওয়ার মেয়াদ অবশ্যই ৩ (তিন) দিনের ব্যবধানে হতে হবে।

০৩. সাধারণ সম্পাদক সমিতির সকল কার্যক্রমের রেকর্ড ফাইল প্রসেডিং রেজুলেশন তাহার নিজ দায়িত্বে সমিতির অফিসে সংরক্ষণ করিবেন।

০৪. সমিতির সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক সমিতির সভাপতির সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমিতির সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন। তবে

যদি কোন জরুরী কারণে সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সাধারণ সভা আহ্বানের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সমিতির সভাপতির সাথে আলোচনা করে সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

০৫. সমিতির সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নির্বাহী পরিষদ সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবসত্ত্বে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট বিভিন্ন ধরণের সাব-কমিটি গঠন করিতে পারিবেন। প্রয়োজনে সাধারণ সদস্যদের থেকে কোন সদস্য নিতে পারিবে।

ঘ. যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকঃ

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়তা প্রদান করিবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতেও দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঙ. কোষাধ্যক্ষঃ

কোষাধ্যক্ষ সমিতির যাবতীয় হিসাব নিকাশ ভাউচার জমা খরচের বহি ও রসিদ নিয়মিত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

চ. আপ্যায়ন সম্পাদকঃ

সমিতির যেকোন প্রকার অনুষ্ঠানের সার্বিক আপ্যায়ন ও আতিথেয়তার দায়িত্ব পালন করিবেন।

ছ. লাইব্রেরী সম্পাদকঃ

লাইব্রেরী সম্পাদক সমিতির চাহিদামত একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরীর সকল বই পুস্তক রক্ষণাবেক্ষণ আইনের ব্যাখ্যামূলক বই ক্রয় এবং সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক সমিতির লাইব্রেরী হইতে প্রতিদিন যে সমস্ত বই ব্যবহার করেন তাহা ফেরৎ গ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্থ বইপত্রের অনুসন্ধান এবং তাহা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্বাবধান করিবেন। সেক্ষেত্রে কার্যকরী কমিটির সভায় এজেন্ডা মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক আর্থিক অনুদানের টাকা খরচ করিবেন।

জ. ক্রীড়া সম্পাদকঃ

ক্রীড়া সম্পাদক সমিতির অভ্যন্তরে ও বাহিরে যে কোন প্রকার

খেলাধুলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঝ. সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক:

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সমিতির অভ্যন্তরে ও বাহিরে যে কোনপ্রকার সাহিত্যসভা অনুষ্ঠান, ক্রোড়পত্র, সুভেনির, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সম্পাদন ও প্রকাশ এবং যেকোন প্রকারের অনুষ্ঠান বা জাতীয় অনুষ্ঠানের বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি আয়োজনের দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঞ. সমাজসেবা সম্পাদক:

সমিতির যে কোন প্রকার অনুষ্ঠান বনভোজন, বাৎসরিক মিলাদ ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে দায়িত্ব পালন করিবেন। ইহা ব্যতীত সমাজসেবা সম্পাদক দেশের যে কোন প্রকার দূর্যোগপূর্ণ সময়ে যেমন বন্যা, ভূমিকম্প, মাহামারি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, জলোচ্ছ্বাসের সময় সমিতির পক্ষে সামাজিক সেবার দায়িত্ব পালন করিবেন।

ট. আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক:

মানবাধিকার সমুন্নত রাখার স্বার্থে নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির পক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং মানবাধিকার রক্ষায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করিয়া যাইবেন।

ঠ. কার্যকরী সদস্য:

কার্যকরী সদস্যগণ নির্বাহী কমিটির সকল কর্মকান্ডে উপস্থিত থাকিয়া কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

কার্যকরী পরিষদের সদস্যপদ শূণ্য:

ক. যদি কোন কার্যকরী সদস্যের মৃত্যু ঘটে বা তাহার পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা অন্য কোন অসদাচরণের কারণে তাহার পদ শূণ্য হয় তাহা হইলে উক্ত পদ সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সদস্যপদ হারানোর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পুনঃনির্বাচনের মাধ্যমে শূণ্যপদ পূরণ করা হইবে।

খ. যদি কোন কার্যকরী সদস্য একাধারে সমিতির ৩ (তিন) টি কার্যকরী পরিষদের সভায় কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত অনুপস্থিত থাকেন তাহা হইলে তাহার সদস্যপদ এমনিতেই শূণ্য হইয়া যাইবে এবং সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের নিয়ম অনুযায়ী নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত শূণ্যপদ পূরণ করা হইবে। এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত কার্যকরী সদস্যকে অনুপস্থিতির কারণ সুনির্দিষ্টভাবে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

সমিতির হিসাব নিকাশ:

ক. সমিতির ব্যাংক হিসাব নারায়ণগঞ্জ জেলার যে কোন সরকারী ব্যাংক/বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্তর্ভূক্ত সিডিউল ব্যাংকে সমিতির একাউন্ট খোলা ও পরিচালিত হইবে। সমিতির কোষাধ্যক্ষ ও সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে সমিতির ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হইবে।

খ. সমিতির আয়ের উৎস থেকে আদায়কৃত যাবতীয় অর্থ প্রতিদিন ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদান করিতে হইবে। জরুরী কার্যে ব্যবহারের জন্য সাধারণ সম্পাদক ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা জমা রাখিতে পারিবেন।

গ. সমিতির কার্যকরী পরিষদ সমিতির সাধারণ সভার অনুমোদন ব্যতীত বৎসরে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার অধিক কোন টাকা খরচ করিতে পারিবে না। অনুরূপ কোন কার্য করিলে কার্যকরী পরিষদের সদস্যগণ ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে দায়ী থাকিবেন এবং জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

সাধারণ সভার কোরাম:

কার্যকরী পরিষদের সদস্যসহ সমিতির মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ১/৩ সদস্যের উপস্থিতি ব্যতীত সাধারণ সভার কোরাম হইবে না। সেই ক্ষেত্রে উক্ত সাধারণ সভা মূলতবী ঘোষণা করা হইবে

এবং মূলতবী সভাটি পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আহ্বান করিতে হইবে। সে ক্ষেত্রে কোনপ্রকার কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

তলবী সভা:

যদি সাধারণ সম্পাদক বা যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ সভা আহ্বান করিতে অবহেলা করেন বা ব্যর্থ হন, তাহা হইলে সমিতির ৫১% ভাগ সদস্য কর্তৃক নির্দিষ্ট এজেন্ডা উল্লেখ করে লিখিতভাবে সমিতির সাধারণ সম্পাদক বা সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক বরাবর তলবী সভা আহ্বানের অনুরোধ করিতে পারিবেন। যদি তলবী সভা আহ্বান করার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সাধারণ সম্পাদক বা যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তলবী সভা আহ্বান করিতে ব্যর্থ হয়, দরখাস্তকারীগণ তলবী সভা আহ্বান করিতে পারিবে এবং তলবী সভার যে কোন সিদ্ধান্ত সমিতি কার্যকরী পরিষদ কার্যকর করিতে বাধ্য থাকিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

বাৎসরিক সাধারণ সভা:

বাৎসরিক সাধারণ সভা: প্রতি বৎসর 'আগস্ট' মাসের ২৫ (পঁচিশ) তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

বাৎসরিক সাধারণ সভা সিমিতির সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নির্দিষ্ট এজেন্ডাসহ নোটিশ প্রদান করিয়া আহ্বান করিবেন এবং নোটিশের সহিত বিগত এক বৎসরের আয়-ব্যয়ের অডিটকৃত হিসাবের বিবরণ সাথে সংযুক্ত করিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

নিম্নলিখিত বিষয়ভিত্তিক বাৎসরিক সাধারণ সভা আহ্বান হইবে।

ক. পূর্ববর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণী পেশ ও অনুমোদন।

খ. সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ।

গ. অডিট রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন।

ঘ. কার্যকরী পরিষদের পরবর্তী নির্বাচনের দিন ধার্য।

ঙ. একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ ও দুইজন সহকারী নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ।

চ. ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচনী আপিল বোর্ড গঠন।

ছ. বিবিধ আলোচনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী সংক্ষুদ্ধ হইলে নির্বাচনী আপীল বোর্ডে প্রতিকার প্রার্থী হইতে পারিবেন এবং আপীল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

সমিতির অফিস এবং লাইব্রেরী সরকারী ছুটি ও সাধারণ ছুটি ব্যতীত অন্যান্য কর্ম দিবসে সকাল ৯ (নয়টা) হইতে বিকেল ৬ (ছয়) টা পর্যন্ত খোলা থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

সমিতির সকল কর্মচারী সরাসরি কার্যকরী পরিষদের তত্বাবধানে থাকিবে। সাধারণ সম্পাদক সমিতির বিভিন্ন খাত হইতে অর্জিত অর্থ যেমন ওকালত নামা, জামিন নামা, হাজিরা, আরজীর হাজিরা, সদস্য চাঁদা, অনুদান যে কোনপ্রকার সরকারী বে-সরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সাহায্য যথাযথ নিয়মে গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তা দ্রুততার সহিত সমিতির ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

ক. সমিতির অনুদান বা সাহায্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে: কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন সদস্য, তাহার উত্তরাধিকার অথবা তাহার তস্য উত্তরাধিকারী যাহারা সমিতির আর্থিক এখতিয়ারের বাইরে তাহাদেরকেও সমিতির পক্ষ হইতে প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা দেওয়া যাইবে।

খ. সমিতির কর্মচারীদের আর্থিক সহযোগিতা;

সমিতির কর্মচারীগণ সমিতির চাকুরীবিধি অনুযায়ী বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

সমিতির সদস্য হওয়ার নিয়ম ও চাঁদা:

ক. যে কোন আইনজীবী যিনি বাংলাদেশ বার কাউন্সিল হইতে সনদ প্রাপ্ত তিনি সমিতির নির্ধারিত সদস্য ফরম পূরণ করিয়া ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার নগদ জমার রশিদ অফেরতযোগ্য সংযুক্তসহ সমিতির সদস্যপদ লাভের জন্য সাধারণ সম্পাদক বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন।

খ. সাধারণ সম্পাদক উক্ত সদস্যপদের দরখাস্ত বিবেচনার জন্য 'এনরোলমেন্ট কমিটির' নিকট প্রেরণ করিবেন। 'এনরোলমেন্ট কমিটি' কোন কারণে উক্ত সদস্যপদের দরখাস্ত বিবেচনা না করিলে বা প্রত্যাখান হইলে জমাকৃত ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা উক্ত সদস্য প্রার্থীকে ফেরত প্রদান করা হইবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

সমিতির সদস্যদের মাসিক চাঁদা ৬০/- (ষাট) টাকা যাহা সময় সময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধি করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

সদস্যদের মাসিক চাঁদা পরবর্তী মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

যদি কোন সদস্য তাহার মাসিক চাঁদা একাধারে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে উক্ত সদস্য প্রতি মাসের জন্য অতিরিক্ত ৫ (পাঁচ) টাকা জরিমানা প্রদানপূর্বক সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করিতে পারিবেন। অন্যদিকে যদি কোন সদস্য একাধারে ১২ (বার) মাস পর্যন্ত মাসিক চাঁদা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে তাহার সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিবে। অপরদিকে

যদি কোন সদস্যের মাসিক চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সদস্যপদ স্থগিত হয় তাহা হইলে সদস্যপদ স্থগিত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক বরাবর সকল বকেয়া ও জরিমানা পরিশোধক্রমে স্থগিত সদস্যপদ পুনঃবহালের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন। সেক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদক কোনপ্রকার ভর্তি ফি ছাড়াই তাহার সদস্যপদ পুনঃবহাল করিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

সমিতির সাধারণ সম্পাদক সমিতির সভাপতির সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সমিতির হলরুম যেকোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে কার্যকরী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়া প্রদান সাপেক্ষে হলরুম ভাড়া প্রদান করিতে পারিবেন। অন্যদিকে কোন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ভাড়ার ক্ষেত্রে ২,৫০০/-(দুই হাজার পাঁচশত) টাকা ও সমিতির সদস্যগণের ব্যক্তিগত পারিবারিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা ভাড়া গ্রহণপূর্বক ভাড়া প্রদান করিতে পারিবেন। তবে কোনভাবেই কোন রাজনৈতিক দলকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সমিতির হলরুম ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

সমিতির লাইব্রেরী ক্লার্ক সমিতির সদস্যগণের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রারে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধপূর্বক সমিতির লাইব্রেরী হইতে বই সরবরাহ করিবেন। যদি কোন সদস্য সমিতির লাইব্রেরী হইতে অনুরূপভাবে বই গ্রহণ করার পর সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ফেরৎ প্রদান না করেন বা বইটি খোয়া যায় তাহা হইলে উক্ত সদস্য ইস্যুকৃত বইয়ের বাজার মূল্য পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

ক. সমিতির প্রধান কর্মকর্তা (ক্লার্ক) সমিতির পৃথক হিসাব খাতায় সদস্যগণ থেকে আদায়কৃত যাবতীয় অর্থের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং

নিয়ম মাফিক রসিদ প্রদান করিবেন এবং প্রতি মাস অন্তে প্রতিমাসের হিসাব বিবরণীতে কোষাধ্যক্ষের প্রতিস্বাক্ষর নিতে বাধ্য থাকিবেন।

খ. আদায়কৃত অর্থ নূন্যতম ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার উপরে হইলে তাহা অনতিবিলম্বে সাধারণ সম্পাদক সমিতির ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদান করিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

সমিতির সদস্যগণের পেশাগত আচরণ ও নৈতিকতা সমূহঃ

ক. সমিতির সদস্যগণ বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিশনার এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ও রুলস্ ১৯৭২এর Canons of professional conduct and etiquette এর সকল বিধি ও নিয়ম অবশ্যই মানিয়া চলিবেন।

খ. যদি কোন সদস্যের কার্যকলাপ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তাহা আইনপেশার প্রথাগত নিয়ম বিরোধী ও অসম্মানজনক তাহা হইলে কার্যকরী পরিষদ কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিনের কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদানপূর্বক নোটিশের উত্তর সন্তোষজনক না হইলে উক্ত সদস্যকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার বা সাংবাধানিক নিয়ম অনুযায়ী যে কোনপ্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন।

গ. সমিতির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে সাধারণ সম্পাদক বরাবর আনীত যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ সাধারণ সম্পাদক উহা নিষ্পত্তির জন্য আরবিট্রেশন কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন এবং আরবিট্রেশন কমিটি গঠনতন্ত্রের ১০(ঠ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা ও নিয়ম অনুযায়ী উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবেন।

ঘ. সমিতির কোন সদস্য ২ (দুই) জনের উপরে কোন ক্লার্ক রাখিতে পারিবেন না এবং উক্ত ক্লার্ক তাহার নিজস্ব আইনজীবী ব্যতীত অন্য কোন আইনজীবীর কার্য করিতে পারিবেন না। অন্যদিকে কোন আইনজীবী অন্য কোন আইনজীবীর মামলা ফাইল পূর্ববর্তী আইনজীবীর মৌখিক বা লিখিত অনুমতি (এন ও সি) ব্যতীত গ্রহণ করিতে পারিবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

সমিতির কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন ১(এক) বৎসর মেয়াদকালের জন্য প্রতি বৎসর "সেপ্টেম্বর" মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইবে। সে উদ্দেশ্যে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের দিন নির্ধারণ নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে ১৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন। তবে কোন নির্বাচন কমিশনার কোনভাবেই নির্বাচনে কোন পদে অংশগ্রহণ বা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্যভাবে নির্বাচনে কোন প্রার্থীর পক্ষে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ব্যালট পেপার ও 'নমিনেশন পেপার' প্রস্তুত এবং ব্যালটবক্স সংগ্রহ করিবেন ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে যে কোনপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ ও নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রণয়ন এবং কার্যকর করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

সমিতির সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে যে কোনপ্রকার আপত্তি শুনানীর বিধান রেখে সমিতির সাধারণ সদস্যদের জ্ঞাতার্থে খসড়া ভোটার তালিকা সমিতির নোটিশ বোর্ডে স্থাপন করিবেন। আপত্তি দাখিল হওয়ার পর উহা নিষ্পত্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নোটিশ বোর্ডে টানাইয়া দেওয়া হইবে। উল্লেখ্য যে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নোটিশ বোর্ডে টানানোর পর আর কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

ক. কোন সদস্য যিনি সমিতির কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনের কমপক্ষে ১ (এক) বৎসর পূর্বে সমিতির সদস্যপদ লাভ না করেন তিনি ভোটার হইবার যোগ্য বলে বিবেচিত হইবেন না।

খ. অন্যদিকে সমিতির যে কোন সদস্য খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়নের কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে সমিতির মাসিক চাঁদা ও অন্যান্য সমুদয় সকল পাওনা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইবেন, তিনি ভোটার বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

ক. প্রধান নির্বাচন কমিশনার গঠনতন্ত্রের ৯নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী নির্বাচনের কমপক্ষে ২ (দুই) সপ্তাহ পূর্বে ৩ (তিন) দিনের সময় প্রদান সাপেক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণে আগ্রহী সদস্যগণের নিকট হইতে 'নমিনেশন পেপার' জমা প্রদানের জন্য আহ্বান করিবেন।

খ. নির্বাচনে আগ্রহী প্রত্যেক প্রার্থীর নমিনেশন পেপার প্রার্থীগণ নিজ নিজ ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর জমা প্রদান করিবেন। কোন 'যৌথ প্যানেল' বা 'রাজনৈতিক পরিচয়ে কোন প্যানেল' নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

গ. কোন সদস্য একই পদে পরপর দুইবার নির্বাচিত হইবার পর তৃতীয় বার উক্ত পদে নির্ধাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

নির্বাচন কমিশন 'নমিনেশন পেপার' জমাদানের পর নিম্নরূপ পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করিবেন।

ক. যদি কোন প্রার্থী তাহার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করিতে চান তাহা হইলে উক্ত প্রার্থী 'নমিনেশন পেপার' যাচাই বাছাইয়ের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া স্ব-শরীরে উপস্থিত থাকিয়া নির্বাচন কমিশন বরাবর দরখাস্ত দাখিল করিবেন।

খ. নির্বাচন কমিশন প্রার্থীতা প্রত্যাহারের ৩ (তিন) দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ঐ দিনই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যোগ্যতম প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করিবেন।

গ. নির্বাচন কমিশনার প্রার্থীগণের 'নমিনেশন পেপার' যাচাই-বাছাই করার পর যদি প্রতীয়মান হয় যে কার্যকরী পরিষদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার শুধুমাত্র ১ (এক) জন প্রার্থীর 'নমিনেশন পেপার' যোগ্যতম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে বা কোন পদের জন্য একাধিক কোন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে 'নমিনেশন পেপার' জমা প্রদান করেন নাই, নির্বাচন কমিশন সেক্ষেত্রে তাৎক্ষনিকভাবে ঐ দিনই উক্ত প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

ঘ. যদি কার্যকরী পরিষদের কোন পদের জন্য একাধিক প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন উক্ত পদের জন্য গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সমিতির কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সভাপতি পদের প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে ১৫ (পনের) বৎসর আইন পেশায় নিয়োজিত থাকিতে হইবে। একইভাবে সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকগণকে ১২ (বার) বৎসর ও কোষাধ্যক্ষ পদের জন্য ১০ (দশ) বৎসর বিভাগীয় সম্পাদকগণকে ০৫ (পাঁচ) বৎসর ও কার্যকরী সদস্যগণকে ০৩(তিন) বৎসর আইন পেশায় নিয়োজিত থাকিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

সমিতির ভোটারগণ তাহাদের ইচ্ছে অনুযায়ী কার্যকরী পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীগণের নামের পার্শ্বে (X) চিহ্ন প্রদান করিয়া ভোট প্রদান করিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সমাপ্তির পরপর দ্রুততার সহিত প্রার্থীগণের উপস্থিতিতে বা প্রার্থীগণের মনোনীত এজেন্টগণের উপস্থিতিতে 'ব্যালট বক্স' খুলিবেন এবং ভোট গণনা শুরু করিবেন। ভোট গণনার পর নির্বাচন কমিশন প্রতিপদের সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করিবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

যদি কোন পদের জন্য একাধিক প্রার্থীর সমান সংখ্যক ভোট জমা পরে এবং কোন প্রার্থীকেই নির্বাচিত ঘোষণা করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত প্রার্থীপদের প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী প্রার্থীগণের মধ্যে লটারী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

সমিতির কার্যকরী পরিষদের নির্বাচিত কর্মকর্তা ও সদস্যগণের নাম প্রকাশের ৭ (সাত) দিবসের মধ্যে পুরাতন কার্যকরী পরিষদ নতুন কার্যকরী পরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন। পুরাতন কমিটি

যদি নির্দিষ্ট ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নতুন কমিটির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে পুরাতন কার্যকরী পরিষদ এমনিতেই বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং নতুন কার্যকরী পরিষদের উপর স্বাভাবিকভাবেই দায়িত্বভার হস্তান্তর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

ক. গঠনতন্ত্রের কোন অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে, কার্যকরী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী অনুচ্ছেদ ১০এর 'ঠ' উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৫ (পনের) দিন পূর্বে সমিতির সাধারণ সদস্যগণকে নোটিশ প্রদানপূর্বক সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া সাধারণ সভার দুই তৃতীয়াংশের ২/৩ কণ্ঠ ভোটে গঠনতন্ত্রের যেকোন বিষয় সংশোধন বা পরিবর্তন পরিবর্ধন করা যাইবে।

খ. অনুরূপভাবে গঠনতন্ত্রের কোন অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ পরস্পরবিরোধী বা কোন জটিলতা দেখা দিলে একই পদ্ধতিতে সাধারণ পরিষদের সভায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির নামাংকিত একটি সীলমোহর থাকিবে যাহার মধ্যভাগে সমিতির মনোগ্রাম দৃশ্যমান থাকিবে। উক্ত সীল সমিতির সকল কার্যক্রমে সমিতির প্রশাসনিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হইবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

ক. সমিতির সকল স্থায়ী অস্থায়ী সম্পত্তি বা নগদ অর্থ 'ব্যাংক ব্যালেন্স' ইত্যাদি যাবতীয় আয়ের উৎস নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হইবে। সমিতির কোন সম্পত্তিতে কোন কার্যকরী পরিষদ বা সমিতির কোন সদস্যের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ কখনই বর্তাইবেনা।

খ. সমিতির সকল স্থায়ী অস্থায়ী সম্পত্তি, আয়ের উৎস, ব্যাংকে জমাকৃত টাকা ইত্যাদি বিষয়ে একটি পৃথক বিবরণী থাকিবে যাহার রক্ষণাবেক্ষণ

তত্ত্বাবধান ও তদারকী কার্যকরী পরিষদ করিবে। যদি কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা অবহেলা নিষ্ক্রিয়তার কারণে সমিতির স্থায়ী অস্থায়ী সম্পত্তি, আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় তাহা হইলে উক্ত কার্যকরী পরিষদের সদস্যগণ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।

গ. নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ স্ব-উদ্যোগে সমিতির সাধারণ সদস্যগণের ভবিষৎ কল্যাণ ও স্বার্থে বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন। যথা বেনাভোলেন্ট ফান্ড, কল্যাণ ফান্ড, যৌথ বীমা ইত্যাদি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

ক. **বেনাভোলেন্ট ফান্ড :** নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির একটি বেনাভোলেন্ট ফান্ড থাকিবে। সমিতির কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমিতির সকল সদস্যবৃন্দ প্রতিমাসে নির্ধারিত হারে উক্ত বেনাভোলেন্ট ফান্ডে চাঁদা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। প্রতি বৎসরের বার্ষিক হিসাব বিবরণীতে বেনাভোলেন্ট ফান্ডে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব পেশ করিতে কার্যকরী কমিটি বাধ্য থাকিবে। বেনাভোলেন্ট প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে হইলে তৎক্ষণাৎ উক্ত টাকা তফসিলি ব্যাংকে পৃথক স্থায়ী জামানত হিসাবে জমা করিতে হইবে। কোন সদস্য আইন পেশা হইতে অবসর গ্রহণ করিলে বেনাভোলেন্ট ফান্ডে তাহার জমাকৃত অর্থ লভ্যাংশ সহ ফেরত পাইবেন এবং কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করিলে তাহারা নমিনী/বৈধ ওয়ারিশ উক্ত অর্থ প্রাপ্ত হইবেন। বেনাভোলেন্ট ফান্ডে প্রত্যেক সদস্য বাৎসরিক নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করিতে হইবে। উক্ত চাঁদার ৫০% টাকা সমিতির আয় হইতে জমা হইবে।

খ. **কল্যাণ ফান্ড :** নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির একটি কল্যাণ ফান্ড থাকিবে। ওকালত নামা বিক্রয়ের টাকা হইতে আয়কৃত অর্থের ৩০% অর্থ কল্যাণ ফান্ডে জমা হইবে, যাহা প্রতি বার্ষিক সাধারণ সভায় হিসাব বিবরণী আকারে প্রকাশ করিতে হইবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভার কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে সদস্যগণের মধ্যে সমহারে উক্ত টাকা বিতরণ করিতে হইবে।

গ. **যৌথ বীমা :** নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির একটি যৌথ বীমা থাকিবে। উক্ত বীমার প্রিমিয়াম সমিতি পরিশোধ করিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

এই গঠনতন্ত্র নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতি বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে।

প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র সংশোধন উপকমিটির সদস্যগণের নাম:

০১। এডঃ আব্দুর রশীদ ভূঁইয়া - আহ্বায়ক

০২। এডঃ আসাদুজ্জমান আসাদ (বিজ্ঞ পি.পি) - সদস্য সচিব

০৩। এডঃ মোঃ আখতার হোসেন - সদস্য

০৪। এডঃ নূরুল কবির আহমেদ - সদস্য

০৫। এডঃ মোঃ নূরুল ইসলাম-১ - সদস্য

০৬। এডঃ মোঃ শওকত আলী - সদস্য

০৭। এডঃ মোঃ রমজান আলী - সদস্য

০৮। এডঃ মোঃ ফজলুল হক ভূঁইয়া - সদস্য

০৯। এডঃ মোঃ হারুন-অর-রশিদ - সদস্য

১০। এডঃ মোঃ মাসুদ-উর-রউফ - সদস্য

১১। এডঃ আলহাজ্ব মোঃ হুমায়ূন কবির (বিজ্ঞ জি.পি) - সদস্য

১২। এডঃ মাহবুবুর রহমান মাসুম - সদস্য

১৩। এডঃ মোঃ খলিলুর রহমান (১) - সদস্য

১৪। এডঃ সরকার হুমায়ূন কবির - সদস্য

১৫। এডঃ মোঃ জাকির হোসেন - সদস্য

১৬। এডঃ কাজী জহির উদ্দিন কাবলু - সদস্য

১৭। এডঃ আনিসুর রহমান দিপু - প্রেসিডেন্ট/সদস্য

১৮। এডঃ খোকন সাহা - জেনারেল সেক্রেটারী/সদস্য

যাদের কার্যকালে গঠনতন্ত্র বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে :

কার্যকরী কমিটি ঃ ২০১২-২০১৩

০১। এডঃ আব্দুল বারী ভূইয়া - প্রেসিডেন্ট

০২। এডঃ এ.কে. ফজলুল হক - সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট

০৩। এডঃ মোঃ রেজাউল করীম খান রেজা - ভাইস প্রেসিডেন্ট

০৪। এডঃ মোঃ জাকির হোসেন - জেনারেল সেক্রেটারী

০৫। এডঃ মোঃ হাসান ফেরদৌস জুয়েল - জয়েন্ট সেক্রেটারী

০৬। এডঃ আলাউদ্দিন আঁহমেদ - ট্রেজারার

০৭। এডঃ মোহাম্মদ শাহাজাদা দেওয়ান - সেক্রেটারী ফর সোশ্যাল সার্ভিস এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট

০৮। এডঃ মোঃ মন্‌জুরুল হক খান - সেক্রেটারী ফর লাইব্রেরী

০৯। এডঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান - সেক্রেটারী ফর স্পোর্টস এন্ড কালচার

১০। এডঃ ফাহ্‌মিদা আক্তার (সিমি) - কার্যকরী সদস্য

১১। এডঃ মোঃ নূরুল আমিন (মাসুম) - কার্যকরী সদস্য

১২। এডঃ নূরুন্নাহার সীমা - কার্যকরী সদস্য

১৩। এডঃ আশরাফুল আলম সিরাজী (রাসেল) - কার্যকরী সদস্য

১৪। এডঃ মোহাম্মদ আলী - কার্যকরী সদস্য

১৫। এডঃ মোহাম্মদ সালাহ্‌উদ্দিন ভূঁইয়া সবুজ - কার্যকরী সদস্য

১৬। এডঃ জিল্‌লুর রহমান (মুকুল) - কার্যকরী সদস্য

১৭। এডঃ মোহাম্মদ মামুন সিরাজুল মজিদ - কার্যকরী সদস্য

নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতি

স্থাপিত ঃ ১৯৮৩ সন